আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড - নাগরিকদের জন্য সুবিধার উদারীকরণ
এ -পি (ডি-আই-আর সিরিজ) বিজ্ঞপ্তি নং ১০৩ (মে ২১ ,২০০৩)

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক
বিদেশি মুদ্রা বিনিময় বিভাগ
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
মুম্বাই—৪০০ ০০১

এ-পি (ডি-আই-আর সিরিজ) বিজ্ঞপ্তি নং ১০৩

মে ২১ ,২০০৩

সকল অনুমোদিত বিদেশি মুদ্রার কারবারিদের প্রতি

মহাশয়/ মহাশয়া

আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড - নাগরিকদের জন্য সুবিধার উদারীকরণ

আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে এ-পি (ডি-আই-আর শ্রেণী) বিজ্ঞপ্তি নং ৭৩ তারিখ জনুয়ারি ২৪, ২০০৩-এর প্রতি সকল অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রার কারবারিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উদারীকরণের অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসেবে চলতি বিদেশি মুদ্রা বিধি মতে দেশে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি যে ভারতেস্থিত অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রার কারবারির সংগে অথবা বিদেশস্থিত ব্যাংকে বৈদেশিকমুদ্রার একাউন্ট রাখেসে বিদেশস্থ ব্যাংক অথবা অন্য নামকরা এজেন্সির কাছ থেকে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডস পেতে পারে।কার্ডের জন্য ভারতে অথবা বিদেশে যে খরচ লাগে সেটা মেটান যায় কার্ডধারকের বৈদেশিকমুদ্রা একাউন্ট থেকে অথবা ভারত থেকে প্রেরিতঅর্থে শুধুমাত্র কার্ডধারকের কারেণ্ট বা সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এমন ব্যাংকের মারফৎ। এই উদ্দশ্যে প্রেরিত অর্থ কোন তৃতীয় পক্ষকে নয়,সরাসরি কার্ড প্রদানকারী সংস্থাকে পাঠাতে হবে।

৩। এটাও পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে যে প্রদানকারী ব্যাংকদ্বারা ধার্য করা ক্রেডিটের সীমাই হল প্রযোজ্য ক্রেডিটের সীমা।এই সুবিধার অন্তর্গত, যেখানে প্রযোজ্য, আর বি আই দ্বারা অর্থপ্রদানের কোন ঊর্ধ্বসীমা ধার্য করা হইনি।

৪। এটা আবার পরিষ্কার করে বলাহচ্ছে যে একই সীমাবদ্ধতা, যা এখন দেশে বসবাসকারীদের আইসিসি ব্যাবহারের বেলায় প্রযোজ্য তেমনিপ্রযোজ্য নিষিদ্ধ জিনিষ কেনায় ,যেমনলটারী টিকেট, নিষিদ্ধ বা বেআইনী ম্যাগাজিন, ঘোড়দৌড়ের জুয়ায় অংশগ্রহণের বা কলব্যাক সার্ভিসের জন্য অর্থপ্রদানও ।

৫। অধিকারপ্রাপ্ত কারবারিগণ এই সার্কুলারের বিষয়বস্ত তাদের সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নজরে আনতে পারেন।

৬।এই সর্কুলারের নির্দেশাবলী ১৯৯৯ সালের (১৯৯৯ এর ৪২নং ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টের ১০(৪) ও ১১(১) ধারা মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

ইতি ভবদীয়

গ্রেস কোশি
চীফ জেনারেল ম্যানেজার